75057 - রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কারা যাদরে সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক

প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দরে সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার নর্দিশে দয়িছেনে।

আমার প্রশ্ন হলো: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কারা যাদরে সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক? এরা কি বাবার দকি থকেে, নাকি মায়রে দকি থকেে, নাকি স্ত্রীর দকি থকেে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রে গণ্ডি নর্ধিারণে আলমেদরে তনিটি অভমিত রয়ছে:

প্রথম অভমিত: রক্ত সর্ম্পকীয় আত্মীয়রে গণ্ডি হল: মাহরাম শ্রণেীর আত্মীয়।

দ্বতিীয় অভমিত: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হলো যারা উত্তরাধকিারী হয়।

তৃতীয় অভমিত: বংশগত আত্মীয়রাই হলো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়; চাই তারা উত্তরাধকিারী হোক কংিবা না হোক।

আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যে তৃতীয় মতটা সঠকি। অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা হলো বংশীয় আত্মীয়গণ; চাই তারা বাবার দকি থকেে আত্মীয় হোক কংিবা মায়রে দকি থকেে; তবে দুগ্ধপানরে দকি থকেে নয়।

স্ত্রীর আত্মীয়গণ স্বামীর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নন। আবার স্বামীর আত্মীয়গণ স্ত্রীর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নন।

শাইখ আব্দুল আযীয বনি বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: "রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ও নকিটাত্মীয় কারা? যহেতেু কউে কউে বলে য,ে স্ত্রীর আত্মীয়রা স্বামীর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নয়?"

তনিি উত্তর দনে: "রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় হল আপনার মা-বাবার দকিরে বংশীয় আত্মীয়রা। সূরা আনফাল ও আহযাবে

আল্লাহ তায়ালার বাণীর মাধ্যমে এরাই উদ্দশ্যে: “আর আল্লাহর বধিানে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা একে অপররে নকিটবর্তী।” (আনফাল: ৭৫) ও (আহযাব: ৬)।

তাদরে মাঝে সবচয়েে কাছরে ব্যক্তি হল বাবা, মা, দাদা-পরদাদা, সন্তান-সন্ততি এবং তাদরে বংশধররো। তারপর ক্রমান্বয়ে নকিট আত্মীয়রা; যমেন ভাই ও ভাইয়রে সন্তানরো, চাচা-ফুফু ও তাদরে সন্তানরো, মামা-খালা ও তাদরে সন্তানরো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে সহীহ হাদীসে বর্ণতি আছে, তাকে যখন কউে একজন প্রশ্ন করল: “আল্লাহর রাসূল! আমি কার সাথে সদাচরণ করব?” তনিি বলনে: “তোমার মা।” সে বলল: “তারপর?” তনিি বললনে: “তোমার মা।” সে বলল: “তারপর?” তনিি বললনে: “তোমার মা।” সে বলল: “তারপর?” তনিি বললনে: “তোমার বাবা। তারপর পর্যায়ক্রমে আত্মীয়তার নকৈট্য অনুসারে।” হাদীসটি ইমাম মুসলমি তার সহীহ বইয়ে বর্ণনা করছেনে। এ সংক্রান্ত অনকে হাদীস রয়ছে।

পক্ষান্তরে স্ত্রীর আত্মীয়রা স্বামীর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় নয়; যদি তারা স্বামীর সরাসরি আত্মীয় না হয়ে থাকে। বরং তারা তার স্ত্রীর ঘরে জন্ম নওেয়া সন্তানদরে রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়। আর আল্লাহই তাওফকিদাতা।”[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা: (৪/১৯৫)]।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর একজনরে আত্মীয় অন্যজনরে রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নয়। তবু তাদরে সাথে সদাচরণ করা বাঞ্চনীয়। কারণ এটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারকি সুসম্পর্ক রক্ষার মধ্যে পড়ে এবং দুজনরে মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধরি উপায়গুলোর অন্যতম।

দুই:

আত্মীয়তার সম্পর্ক বশে কয়কেভাবে রক্ষা করা যায়। যমেন: দখেতে যাওয়া, দান করা, সদাচরণ করা, অসুস্থদরে দখেতে যাওয়া, তাদরেকে সৎকাজরে নর্দিশে দওেয়া ও মন্দকাজ থকেে নষিধে করা, ইত্যাদি।

নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হল আত্মীয়দরে সাথে সদাচরণ করা। এটা সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে তার অবস্থা অনুযায়ী হবে। কখনো এটি হবে সম্পদ দয়িে, কখনো সবো দয়িে, কখনো দখো করার মাধ্যমে, কখনো সালাম দয়িে বা অন্য কছিুর মাধ্যমে।”[শারহু মুসলমি: (২/২০১)]

শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালহে আল-উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা প্রচলতি প্রথা ও মানুষরে প্রচলনরে উপর নর্িভরশীল। কারণ কুরআন-সুন্নাহতে এর ধরন, প্রকার বা পরমিাণ কোনোটি বলা হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে নর্িদষ্টি কোনো কছিুতে সীমতি করে দনেনি। ... বরং উন্মুক্ত রখেছেনে। তাই এক্ষত্রেে প্রচলতি প্রথাই অনুসরণ করতে হবে। প্রথা অনুযায়ী যটো করলে সম্পর্ক রক্ষা হয় সটোই সম্পর্ক রক্ষা। আর মানুষজন যটোকে সম্পর্ক ছন্নি করা মনে করে সটোই সম্পর্ক ছন্নি করা বলে গণ্য হবে।”[সমাপ্ত][রয়িাদুস সালহেীন (৫/২১৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।